দৈনিক বাংলা

021

তারিখ ... 26.11.84 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম 5 ...

সর্বস্তরে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে হবে ঃ এরশাদ

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রাজনীতির প্রভাবমুক্ত রাখুন

প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেনারেল এইচ এম এরশাদ সমাজের সচ্ছল ব্যক্তি ও জনহিতৈষীদের প্রতি দেশে শিক্ষা সম্প্রসারণে সরকারের প্রচেষ্টা সম্পূরণের আহবান জানান।

রোববার আহমদ বাওয়ানী একাডেমীর ছাত্র ও শিক্ষকদের উদ্দেশে ভাষণদানকালে প্রেসিডেন্ট বলেন যে দেশের আনাচে-কানাচে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে সর্বস্তরের জনগণের প্রচেষ্টা অপরিহার্য।

তিনি বলেন, শোষণ নির্যাতন দুর্নীতি ও অন্যান্য অনাচারমুক্ত একটি সুখী ও সমৃদ্ধ নয়া বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকল প্রচেষ্টার সাফল্যের চাবিকাঠি হচ্ছে শিক্ষা। খবর বাসস।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন যে সরকার শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং এই লক্ষ্য সামনে রেখেই এ বছর এই প্রথম শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ মঞ্জুর করেছেন। এছাড়া তিনি বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান উন্নয়নের জন্য তাঁর তহবিল থেকে অনুদান দিচ্ছেন।

তিনি বলেন যে সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সরকার শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নের জন্য সম্ভাব্য সবকিছু করছেন। ক্রমবর্ধমান ছাত্র সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অবশ্যই বাড়াতে হবে। আরও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে উদারহস্তে দান করা সমাজের সচ্ছল ব্যক্তিদের নৈতিক দায়িত্ব।

প্রেসিডেন্ট ছাত্রদের প্রতি জ্ঞান অর্জনের জন্য তাদের শিক্ষা জীবনের সদ্ব্যবহারের পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, একবার এই সুযোগ হারালে তা আর কখনো ফিরে

(শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

(১-এর পৃঃ পর)

আসবে না এবং 'তোমরা জীবনে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামে পরাজিত হবে'। 'ফলে তোমাদের বাপ-মা এবং সামগ্রিকভাবে সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।' 'তোমাদের সামনে যে গুরু দায়িত্ব পড়ে রয়েছে তা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হওয়ার এটাই উপযুক্ত সময়।'

প্রেসিডেন্ট এরশাদ শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখার আহবান জানান। এ প্রসঙ্গে তিনি রাজনৈতিক দলসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি ছাত্রদের রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে দূরে রাখতে ব্যাপক ভিত্তিক ঐক্যমত্যে উপনীত হওয়ার আহবান জানান।

তিনি বলেন যে অতীতে ঔপনিবেশিক শাসনামলে দেশকে ঔপনিবেশিকতার শৃংখল মুক্ত করতে ছাত্রসহ সমাজের সর্বস্তরের জনগণের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা একটি স্বাভাবিক ও ঐতিহাসিক প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এখন দেশ মুক্ত ও স্বাধীন, ঐসব বাধ্যবাধকতার এখন আর প্রয়োজন নেই। এখন আমাদের দেশ গড়ে তুলতে হবে এবং দেশের ভবিষ্যৎ দায়িত্ব গ্রহণের জন্য তরুণ সমাজকে প্রস্তুত হতে হবে এবং এ জন্য অবশ্যই তাদের যথাযথভাবে শিক্ষিত হতে হবে।

প্রেসিডেন্ট সাভারে জাতীয় শহীদ স্মৃতিসৌধে ছাত্রদের শিক্ষা সফরের জন্য তাঁর তহবিল থেকে ২৫ হাজার টাকা অনুদান ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, এরূপ সফর ছাত্রদের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি করবে এবং একই সঙ্গে তাদের জাতীয় ইতিহাসের কাছাকাছি নিয়ে যাবে।

প্রেসিডেন্ট একাডেমীতে উপস্থিত হলে ছাত্র, শিক্ষক ও গবর্নিং বডির সদস্যরা তাঁকে উষ্ণ ও আন্তরিক অভ্যর্থনা জানান।

প্রেসিডেন্ট এর আগে আকস্মিকভাবে শান্তিনগরে হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজ ও আরমানীটোলায় একটি এতিমখানা—নিউ লাইফ ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন পরিদর্শন করেন।

তিনি কলেজের বিভিন্ন ক্লাশ কক্ষ ঘুরে দেখেন, ছাত্রদের সঙ্গে আলাপ করেন ও তাদের কুশল জানতে চান। প্রেসিডেন্ট এর আগে একবার কলেজ পরিদর্শনকালে কলেজের জন্য ৫ লাখ টাকা অনুদান ঘোষণা করেন।

প্রেসিডেন্ট এতিমখানায় এতিম ও সংগঠনের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ করেন এবং সেখানকার জীবনযাত্রা, খাদ্যের মান ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেন। এতিম শিশুরা এ উপলক্ষে কয়েকটি নৃত্য ও সঙ্গীত পরিবেশন করে।